গায়েবানা জানাযা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে আরো জানতে ক্লিক করুন :
www.abdulquadermolla.info

প্রচার ও প্রকাশনায়
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা স্মৃতি সংসদ, ঢাকা

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৫

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি অনন্য প্রতিভা। যিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সদালাপী মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। জালিম আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাত বরণ করেন ইসলামী আন্দোলনের এই অগ্রসেনানী। আজীবন লালিত শাহাদাতের স্বপ্ন পুরণ করে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা চলে গেছেন তাঁর প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে। তাঁকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাকে ফাঁসি দেয়ার ন্যক্কারজনক নজির আওয়ামী লীগই প্রথম স্থাপন করলো। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ আবারো প্রমাণ করলো তারা আইনের শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না। শুধুমাত্র আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করার জন্য তারা দফায় দফায় আইন পরিবর্তন, মিথ্যা অভিযোগ ও সাক্ষী জালিয়াতি করে স্তম্ভিত করে দিয়েছে বিশ্ববিবেককে।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হত্যা করা হয়েছে-এমনই দাবি আজ তার আইনজীবী, পরিবার, দেশের জনগণ, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ও বিভিন্ন সংস্থাসহ সচেতন বিশ্ববাসীর। কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গত ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও শাহবাগের কথিত গণজাগরণ মঞ্চের অন্যায় ও বেআইনী দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন সংশোধনের মাধ্যমে আপিল করে সরকার। আপিল বিভাগের বিভক্ত রায়ের ভিত্তিতে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর রাতে তড়িঘড়ি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে ফাঁসির নামে হত্যা করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের কথিত অভিযোগে আটক, স্কাইপি কেলেংকারী, আদালত প্রাঙ্গণ

www.bjilibrary.com

থেকে সাক্ষী অপহরণ, দলীয় লোক দিয়ে তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন টিম গঠন, তদন্তের নামে সময়ক্ষেপন ইত্যাদি পুরো বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের অনুরোধ উপেক্ষা করেই ফাঁসি কার্যকরের নামে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে এই জালিম সরকার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ফাঁসি দেয়ার আগে তাঁকে সকল আইনী সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ করার সুযোগটুকুও দেয়া হয়নি আমাদের প্রিয় নেতাকে। তিনি জেনেও যেতে পারেননি, কী কারণে তাঁর রিভিউ আবেদন খারিজ হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ রায় বের হওয়ার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। শুধুমাত্র সরকার তাঁকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর পরিবারকে লাশ পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয়নি, পাশে থাকতে দেয়া হয়নি দাফনের সময়। পরিবারের সদস্যরা যখন গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের গুণ্ডা বাহিনী অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়, পুলিশ প্রশাসন তাঁর পরিবারকে সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টো তাঁর পরিবারের ১৬ জন সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তারা চেয়েছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে। কিন্তু শহীদের প্রতিটি রক্তের ফোটার বিনিময়ে এই দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবেই, মানুষ পাবে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ, ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, "তারা মুখের ফুৎকারে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখবেন, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।"

জন্ম

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলাস্থ সদরপুর উপজেলার চর বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের জরিপের ডাংগি গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সানাউল্লাহ মোল্লা ও মাতার নাম বাহেরুন্নেসা বেগম। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পিতা মাতা পরবর্তীতে সদরপুরের আমিরাবাদ গ্রামে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ছিলেন নয় ভাইবোনের মাঝে চতুর্থ।

শিক্ষা জীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে আমিরাবাদ ফজলুল হক ইনস্টিটিউট থেকে তিনি প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৬৬ সালে ফরিদপুরের বিখ্যাত রাজেন্দ্র কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে তিনি একই কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে এরপর তাঁকে শিক্ষকতা পেশায়

২০০৮ সালে ঢাকা মহানগরীর ডেমরা থানা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

www.bjilibrary.com

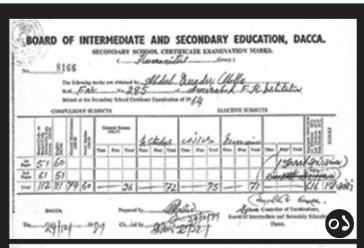

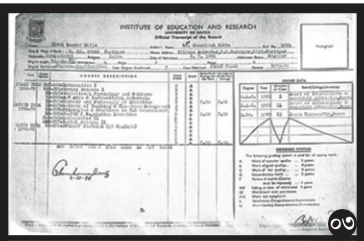

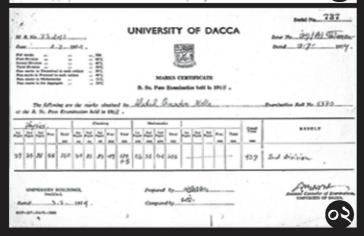

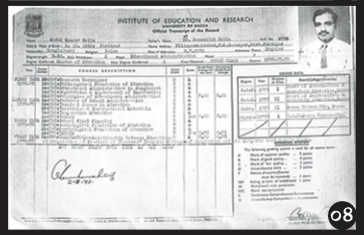

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিভিন্ন শিক্ষাসনদ। ০১. এসএসসি পাশের মার্কশিট, ০২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিএসসি, ৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা প্রশাসনে ডিপ্লোমা ৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা প্রশাসনে মাস্টার্স

আত্মনিয়োগ করতে হয়। পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া তখন আর সম্ভব হয়নি। ফরিদপুরের এস এস অ্যাকাডেমি নামক একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন কিছুকাল।

১৯৬৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে এমএসসি করার জন্যে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। মিষ্টভাষী ও আকর্ষণীয় চারিত্রিক মাধূর্যের অধিকারী হওয়ায় আব্দুল কাদের মোল্লা হয়ে উঠেছিলেন তার সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সবার প্রিয়পাত্র।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ক্লাশ ও পরীক্ষা না হওয়ায় তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে যান। ২৩ মার্চ, ১৯৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জেসিও মফিজুর রহমানের ডাকে এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। ১ মে তারিখে হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে পৌঁছার দিন পর্যন্ত তাঁর এ ট্রেনিং অব্যাহত থাকে।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৭২ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। যুদ্ধের সময় প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আরো অনেকের মতো আব্দুল কাদের মোল্লার লেখাপড়াতেও ছন্দপতন ঘটে। ১৯৭৪ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই ই আর বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের ডিপ্লোমায় অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে আবার ১৯৭৭ সালে শিক্ষা প্রশাসন থেকে মাস্টার্স ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

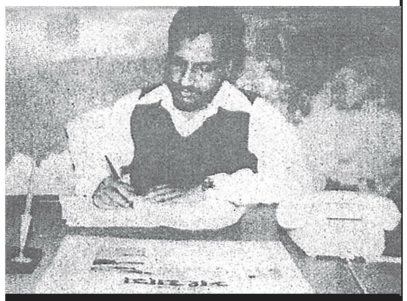

জাতীয় দৈনিক 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বপালনরত অবস্থায়

বিয়ে ও কর্ম জীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উদয়ন মাধ্যমিক

www.bjilibrary.com

বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এম.এড পরীক্ষার রেজাল্টের পরে তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে তিনি একই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালে রিসার্চ স্কলার হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা বেগম সানোয়ার জাহানের সাথে ১৯৭৭ সালের ৮ অক্টোবর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই পুত্র ও চার কন্যার সুখী সংসার তাদের। সব সন্তানই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

১৯৮৪ সালের ১১ জুলাই সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজপথে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

সাংবাদিকতা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একজন নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। বর্ণাঢ্য জীবনের শেষ দৃশ্যে তিনি আমাদের কাছে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সময়টা অতিবাহিত করেছেন একজন নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে। গৌরব-সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উদয়ন উচ্চ-বিদ্যালয়, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এবং মানারাত স্কুলের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮১ সালে 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে যোগদান করেন তিনি। শিক্ষকতা পেশায় যে সত্যের পরশ পেয়েছিলেন, তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে তিনি সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর উপর পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সময়ে তাঁর ক্ষুরধার ও বস্তুনিষ্ঠ লেখা প্রকাশ হতে থাকে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে।

আব্দুল কাদের মোল্লা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। সাংবাদিকতা ও লেখালেখীর পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ ও ১৯৮৪ সালে পরপর দু'বার তিনি ঐক্যবদ্ধ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্তরে দ্রোহ আর বিপ্লবের চেতনা লালন করেও সদা হাস্যোজ্জ্বল এ মানুষটি ছিলেন সাংবাদিক আড্ডার প্রানকেন্দ্র।

লেখক আব্দুল কাদের মোল্লা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সমসাময়িক বিষয়ের উপর শতাধিক কলাম ও প্রবন্ধ লিখেছেন। যা দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সাময়িকী এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বস্তুবাদ এবং কম্যুনিজমের ওপরে তাঁর বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা শিক্ষিত মহলের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়। প্রথমে আব্দুল কাদের ও পরবর্তীতে তিনি বীক্ষণ ছদ্মনামে লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখাগুলো খুবই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে।

ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই তিনি কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ

www.bjilibrary.com

দেন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার পরও একপর্যায়ে তাফহীমুল কুরআনের হৃদয়স্পর্শী ছোঁয়ায় তিনি ইসলামের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন এবং আলোকিত জীবনের সন্ধান পেয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তিনি এ সংগঠনের সদস্য হন। তিনি ছাত্রসংঘের শহিদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি ও একই সাথে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদারি ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জামায়াত ঢাকা মহানগর আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে আব্দুল কাদের মোল্লা

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতের রুকন (সদস্য) হন। তিনি অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনৈতিক সেক্রেটারি এবং ঢাকা মহানগরীর শূরা সদস্য ও কর্মপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে অল্প দিনের ব্যবধানেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিস-এ-শূরার সদস্য হন। ১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি ও পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ঢাকা মহানগরীর নায়েব-এ-আমীর, ১৯৮৭ সালে ভাপ্রাপ্ত আমীর এবং ১৯৮৮ সালের শেষ ভাগে তিনি ঢাকা মহানগরীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে তিনি জামায়াতের প্রধান নির্বাচনী মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও ২০০০ সালে জামায়াতে ইসলামীর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশে বিদেশে দ্বীনের প্রচার প্রসারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সাথে ছিল গভীর সম্পর্ক। সদা হাস্যোজ্জ্বল কাদের মোল্লার কথা ছাড়া যেন কোনো প্রোগ্রাম জমজমাট হতো না। জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নানা কূটনীতিক কর্মসূচিতে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। তিনি আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জাপান, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান, ভারত ও কানাডাসহ নানা দেশ সফর করেন।

আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। বিশেষ করে ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। তখন কমিটিতে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে ব্রিফিং করতেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম ও আব্দুল কাদের মোল্লা। সকল দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং দেশের সকল রাজনৈতিক সংকট নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন।

২০১২ সালের ১৫ নভেম্বর ট্রাইবুনালে সাক্ষ্য দেয়ার সময় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা নিজেই

www.bjilibrary.com

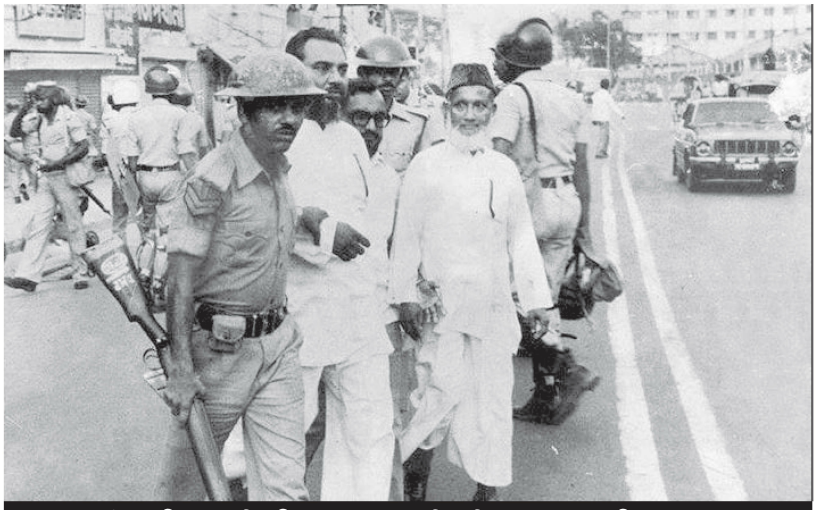

১৯৮৫ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

বলেছিলেন, "১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে জামায়াত এবং বিএনপি আলাদাভাবে নির্বাচন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাকে বললেন, আমরা তো সরকার গঠন করলাম, আমাদের কিছু পরামর্শ দেন। মহিউদ্দিন খান আলমগীর তখন মূখ্যসচিব ছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে রিসিভ করেন। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীকে কিছু গঠনমূলক পরামর্শ দেই যা শুনে তিনি আমাকে সাধুবাদ দেন। একইভাবে তিনি পরে আমাকে আরো দুবার ডেকেছিলেন। এখন আমি মনে করছি দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন করলাম, মিটিং মিছিল করলাম, সুসম্পর্ক রাখলাম, সদ্ভাব রেখে চলেছি তারা এখন শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর পর আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করলো।"

কারাবরণ ও জুলুম-নির্যাতন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে বিভিন্ন সময়ে জেলে যেতে হয়। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দায়ে ১৯৬৪ সালে প্রথমবারের মতো তিনি বাম রাজনীতিক হিসেবে গ্রেফতার হন। জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কারণে আব্দুল কাদের মোল্লাকে আবারও আটক করে রাখা হয় ১৯৮৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত। প্রায় চারমাস আটক থাকার পরে উচ্চ আদালত তাঁর এ আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করলে তিনি মুক্ত হন। এরপর ১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে

বর্ষীয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে তাৎক্ষণিক সমাবেশে

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের সাথে একই দিনে গ্রেফতার হন। সাতদিন পরে তিনি মুক্ত হন। সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে গ্রেফতার হন আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসেননি। আওয়ামী জালিম সরকার অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যা করে দুনিয়া থেকেই বিদায় দেয়।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর নির্যাতনের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি সে সময় বলেন, কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে নানাভাবে নির্যাতন করছে। তিনি বলেন, গত দু'দিন যাবৎ আমি আমার অসুস্থতায় অতি জরুরী কোনো ওষুধই পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে ৬নং সেলের এমন একটি কক্ষে নিয়ে রাখে যেখানে আমি নামাজও পড়তে পারছি না। এত ছোট একটি কক্ষে আমাকে রাখা হয়েছে যে সেখানে আমি রুকু ও সিজদা ঠিকমতো আদায় করে নিয়মিত নামাজ পড়তে পারছি না। তাই বলছি, আমাকে যদি মেরে ফেলাই সরকারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে গুলী করে মেরে ফেলুক। এতো কষ্ট দেয়া হচ্ছে কেন? সরকারের আচরণ দেখে বুঝা যাচ্ছে এই সরকার আমাকে হয়তো মেরেই ফেলবে। তাই আমি আবারও বলবো আপনারা সবাই মিলে এতো কষ্ট না করে গুলীর অর্ডার দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুন।

এক নজরে মামলা

দুটি মামলায় আগাম জামিন প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় হাইকোর্ট থেকে ফিরে আসার সময় আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্টের প্রধান গেট থেকে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ট্রাইব্যুনালে তদন্তকারী সংস্থার এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ২ আগস্ট কাদের মোল্লাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় আটক রাখার আদেশ দেয়া হয়।

২০১২ সালের ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি শুরু হয়। এরপর ২০১২ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর এ মামলাটি সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

২০১২ সালের ২৮ মে জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগের ঘটনায় চার্জ গঠন করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। ৩ জুলাই আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষে ১২ জন এবং আসামী পক্ষে মাত্র ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে।

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

২০১৩ সালের ৩১ মার্চ প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ গঠন করা হয়। ১ এপ্রিল থেকে শুনানি শুরু হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয় জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে। ৫ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। ৮ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। এরপরই শুরু হয়ে যায় ফাঁসি কার্যকরের তোড়জোড়।

শাহবাগী আন্দোলন ও আইনের পরিবর্তন

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে সাজানো অভিযোগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজার রায় দেয়া হয়। সরকারের নেপথ্য

www.bjilibrary.com

পৃষ্ঠপোষকতায় এ রায়কে কেন্দ্র করে শাহবাগকেন্দ্রিক নাস্তিক ব্লগারদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের দাবি আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দিতে হবে। এজন্য সরকারের সহযোগিতায় দিনের পর দিন শাহবাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ চৌরাস্তা বন্ধ করে আন্দোলনের নামে চলে উন্মত্ততা। দেশের বিরোধীমত, প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে চলে বিষোধগার। যা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শাহবাগের সমাবেশের দাবি বিবেচনায় নিয়ে রায় দেয়ার জন্য বিচারপতিদের প্রতি আহবান জানান। যা বিচার বিভাগের প্রতি সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপের শামিল। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার পক্ষের জন্য আপিলের বিধান রেখে ১৮ ফেব্রুয়ারি নজীরবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন সংশোধন করা হয়। শুধুমাত্র আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার জন্যই এ আইন ভূতাপেক্ষ কার্যকর দেখানো হয়। আইন সংশোধনের পর সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করে আপিল আবেদন করে। আসলে আইন সংশোধনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করা যা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

লাঠি হাতে শাহবাগীদের উন্মত্ততা

ট্রাইব্যুনালে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

২০১০ সালের ১৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট থেকে গ্রেফতার হন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাইব্যুনালে কথা বলতে চেয়েছিলেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি একটি বক্তব্যও লিখে এনেছিলেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তাঁকে সেই বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়নি। পরবর্তীতে পরিবারের মাধ্যমে তাঁর লিখিত বক্তব্যের কপি পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষ এই আদালতে যেসব অসত্য ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করেছে- সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং অনবহিত। কারণ ঐ সময়ে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হওয়ার পর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র। আমাদের গ্রুপে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছিল। কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইন্নাস আলীর পরামর্শে আমি আমার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাই।

আমি যেখানে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সময় ঢাকায়ই ছিলাম না, ঐসব অভিযোগের সাথে আমার জড়িত থাকার প্রশ্নই উঠে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী

www.bjilibrary.com

হয়ে আমার বিরুদ্ধে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে মিথ্যা অভিযোগ এনে রাষ্ট্রপক্ষ সচেতনভাবেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অসৎ এবং অন্যায় কাজ করেছেন, যা রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার একটি জঘন্য অপকৌশল।

রায় শোনার পরে ট্রাইব্যুনালে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে পড়েন ও বলেন, "আমি এই রায় মানি না। এ রায় অন্যায় হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সে সময় আমি ঢাকায় ছিলাম না। আমি মহান আল্লাহ তায়ালা ও বিশ্ব মানবতার কাছে বিচার দিচ্ছি।" তিনি আরো বলেন, "আমি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বলছি এ ঘটনার সাথে আমি যুক্ত নই। যে সমস্ত অভিযোগে আমাকে সাজা ও খালাস দেয়া হয়েছে তার কোনটার সাথে আমার দূরতম সম্পর্কও নেই। আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এই বিচারকদের বিরুদ্ধে মামলা করবো। তখন তাদের মুখে কথা বলার কোনো শক্তি থাকবে না। সেদিন এদের হাত পা কথা বলবে।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিচার

১৯৭৩ সালের কালো আইন, যে আইন তৈরি করা হয়েছিল পাকিস্তানী ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য, ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে মহাজোট সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে সেই আইন সংশোধন করে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এ আইন ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দেশী-বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠন প্রশ্ন তুলেছেন। তারা আইন সংশোধন ও বিচার কার্যক্রম নিয়ে নানা সুপারিশমালা প্রনয়ন করলেও সরকার তার প্রতি কর্ণপাত না করে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে হত্যার জন্য এই প্রশ্নবিদ্ধ বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্যোগ মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান নিয়েছিলেন। তদন্ত করে যুদ্ধাপরাধীদের ১৯৫ জনের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তালিকাভুক্ত সবাই ছিলেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসার। কোনো বেসামরিক নাগরিকের নাম ঐ তালিকায় ছিল না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ১৯৭৩ সালের আইনেও বেসামরিক নাগরিককে বিচারের বাইরে রাখা হয়েছিল। বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে যারা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল তাদের বিচারের জন্য দালাল আইন করা হয়। এই আইনে লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। ৩৭ হাজার ৪শ ৭১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। ২ হাজার ৮শ ৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭শ ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ আজকে জামায়াতে ইসলামীর যেসব নেতৃবৃন্দকে তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মিথ্যা অভিযোগে দণ্ড দেয়া হয়েছে তারা কেউই সেই তদন্ত কমিশনের করা চূড়ান্ত তালিকায় ছিলেন না। তাদের বিরুদ্ধে সারা দেশের কোন থানায় মামলা দায়ের তো দূরের কথা একটি সাধারণ ডায়েরিও ছিল না। উপরন্তু ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৫ বছর শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় থাকার পরও জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ অথবা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করেননি। শুধুমাত্র হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন বিচারের নামে জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করার অপচেষ্টা চলছে।

www.bjilibrary.com

দেশের বিশিষ্টজনদের নিন্দা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও কাজী ফিরোজ রশিদ

মহাজোট সরকারের অন্যতম শরিক জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এক টকশোতে বলেন, সাক্ষীর মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে ৪২ বছরের আগের একটা মামলাকে সামনে এনে শুধু আপনি গায়ের জোরে কি কাউকে ফাঁসি দিতে পারবেন? আব্দুল কাদের মোল্লার রায় পরবর্তী দিগন্ত টেলিভিশনে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর উপস্থাপনায় টকশো 'সবার উপর দেশ' এ তিনি এ কথা বলেন। সেই টকশোতে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, এখন যে মামলাটা সুপ্রিম কোর্টে আসছে, যেটা লেখালেখি হয়ে গেছে কারো বাবার সাধ্য আছে যে, এই মামলায় কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়? কাদের সিদ্দিকী বলেন, আর আপিল করলেও তার এই মামলায় সাজা বাড়িয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। কাজী রশিদ বলেন, জাজ সাহেব লিখে দিয়েছেন এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই পেলাম না। সুপ্রিম কোর্ট নতুন করে এই মামলায় তাঁর সম্পর্কে নতুন করে কিছু পাবে এটা আমি আশা করি না।

এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন

সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, আব্দুল কাদের মোল্লার ওপর ন্যায়বিচার করা হয়নি। তিনি ন্যায়বিচার পাননি। আমরা আশা করি কারা কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ রায় না পেয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, আমরা মনে করি, সরকার তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এই মামলা (আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে) দায়ের করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে দাবি করছি যে, সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে রিভিউ পিটিশন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ফাঁসির আদেশ যেন কার্যকর না করা হয়।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কাদের মোল্লা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একজন সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। যে সাক্ষী তিন জায়গায় তিন ধরনের কথা বলেছেন। এ ধরনের সাক্ষের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান আইনের শাসনের পরিপন্থী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, কাদের মোল্লার ব্যাপারটা- কাদের মোল্লা সে যেটা বলছে যে, ১৯৭২-১৯৭৪ যখন আপনাদের যৌবন সে সময় সে শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। শেখ সাহেবের আমলে একটা কসাই কাদের মোল্লা কি করে আবাসিক ছাত্র হয়, কি করে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়? প্রথমে সে (কাদের মোল্লা) বলেছে ছাত্র ইউনিয়ন করতো। প্রসিকিউশনের মিনিমাম দায়িত্ব ছিল নাহিদ এবং মতিয়াকে এনে জিজ্ঞেস করা

www.bjilibrary.com

তাঁর সম্পর্কে। চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় তিনি একথা বলেন।

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান

চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে টকশোতে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান বলেন, আমি মনে করছি, জামায়াতের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে। যেই ক্ষমা ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন, সেই বিচার আপনারা অন্যায়ভাবে করেছেন এবং একটি মানুষকে (আব্দুল কাদের মোল্লা) রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনারা হত্যা করেছেন।

গোলাম মাওলা রনি

আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপি গোলাম মাওলা রনি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে ২০১৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর দুপুর দুইটা ১০ মিনিটের দিকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছেন, "যে সব তরুণ বন্ধুরা ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই বলে দাবি তুলছেন তাদেরকে বলবো চলে যান ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার আমিরাবাদ গ্রামে। গ্রামের দীন-দরিদ্র ঘরে কাদের মোল্লা কতো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করুন। তারপর যান বাইশ রশি শিব সুন্দরী একাডেমিতে সেখানে কাদের মোল্লা প্রথমে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েন এবং পরে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। নিজের দারিদ্রতার জন্য তিনি এলাকার সম্ভ্রান্ত পীর ধলামিয়া সাহেবের বাড়িতে লজিং থাকতেন। এই লজিং থাকার সময়কাল সম্পর্কে এলাকাবাসীর সাক্ষ্য নিন।"

"ঢাকা প্রেসক্লাবে এসেও তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন। নির্মল সেন ও সন্তোষ গুপ্তের মতো সাংবাদিকগণ যখন দেশের সাংবাদিক সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন কাদের মোল্লা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে কিভাবে দুই বার নির্বাচিত হলেন?"

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে নিয়ে এলাকাবাসীর মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য নান্নু বেপারি আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "১৯৭১ সালে আমরা যেই স্কুলের মাঠে আমি কাদের মোল্লার ট্রেনিং করাইছি, আমি খালেক মৃধা আর মঞ্জু। তখন কাদের মোল্লা ধলামিয়া পীর সাহেবের বাড়ি লজিং থাকতেন আর বাইশ রশি শিব সুন্দরী স্কুলে মাস্টারি করতেন।"

মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, কাদের মোল্লার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইশ রশি স্কুলের প্রাক্তন এই প্রধান শিক্ষক কাদের মোল্লার সাথে দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন। ৭১-এর দিনগুলোতে কাদের মোল্লার সাথে গ্রামেই কাটিয়েছেন পুরো সময়।

মোল্লা মঈনুদ্দিন আহমদ ৫নং ভাষাণচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, কাদের মোল্লার সহোদর ভাই নিজেও যুদ্ধকালীন সময়ে ভাইয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। কিশোর বয়সে বড় ভাইকে দেখে অনেকটা অনুপ্রাণিত হয়েই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন, উনি কোনো দিন কোনো মিথ্যা কথা বলছেন এ রকম অভিযোগ কারো তোলার সুযোগ নেই। একটাই দু:খ যে, একজন নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দেয়া হলো, এটাই আমাদের মনের ব্যথা।

www.bjilibrary.com

ট্রাইব্যুনালে সুশীল চন্দ্র মণ্ডল

ফরিদপুরে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গ্রাম আমিরাবাদের বাসিন্দা ৮২ বছর বয়সী সুশীল চন্দ্র মণ্ডল ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিয়েছিলেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "আমি এই মামলার আসামী আব্দুল কাদের মোল্লাকে চিনি। আব্দুল কাদের মোল্লা প্রাইমারী স্কুল পাশ করে আমার বাড়ির পাশে হাইস্কুলে পড়তে আসে। ঐ স্কুলের নাম ফজলুল হক ইনস্টিটিউট। আমার বাড়িতে সন্তোষ বাবু নামে একজন বিএসসি শিক্ষক লজিং থাকতেন। কাদের মোল্লাসহ আরো বেশকিছু ছাত্র আমার বাড়িতে ঐ শিক্ষকের নিকট পড়তে আসতো। কাদের মেহের মৃধার বাড়িতে থেকে আমিরাবাদ স্কুলে পড়াশুনা করতো। মেহের মৃধা কাদেরকে তার ছেলের মতোই ভালবাসতো। কাদের মোল্লার ব্যবহার ও আচার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মেহের মৃধা নিজের ছেলের সংগে কাদের মোল্লার এক বোনের বিয়ে দেয়। তারপরেই কাদের মোল্লার বাবা আমাদের আমিরাবাদে বাড়ি করে।"

"সে সাধারণত বাড়িতে আসতো না পীর সাহেবের বাড়িতে থাকতো, আমরা বাজারে গেলে দেখতাম কাদের পীর সাহেবের ঘরে বসে ব্যবসা করছে। এইভাবে ব্যবসা করতে করতে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তার ৯/১০ মাস পরে সে আবার ঢাকায় চলে যায় পড়াশুনা করার জন্য, সে বাড়িতে খুব কম আসতো। কাদের খুব ভাল মানুষ।"

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে ৫ অভিযোগেই খালাস দিলেন এক বিচারপতি

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব মিয়া অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ছয়টি অভিযোগের মধ্য থেকে ৫টিতেই খালাস দিয়েছেন। একটি অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত যাবজ্জীবন সাজা বহাল রেখেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি আপিল বেঞ্চের অপর বিচারপতিদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে ভিন্ন রায় দিয়েছেন।

ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১নং অভিযোগ যথা মিরপুরে পল্লব হত্যার দায়ে ১৫ বছর জেল দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। অপরদিকে বিচারপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন তার রায়ে। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপক্ষ এ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনাল অন্যায়ভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ২নং অভিযোগ তথা কবি মেহেরুন্নেসা হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর দণ্ড দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগের রায়ে ট্রাইব্যুনালের এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বেঞ্চের অপর চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি।

আব্দুল কাদের মোল্লাকে ৩নং অভিযোগ যথা সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যার অভিযোগে ১৫ বছর সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগের রায়ে এ দণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগেও আপিল বিভাগের চার বিচারপতির সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আসামীকে খালাস দিয়েছেন অভিযোগ থেকে।

www.bjilibrary.com

৪নং অভিযোগ যথা কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে আব্দুল কাদের মোল্লাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে। আপিল বিভাগ এ অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন আব্দুল কাদের মোল্লাকে। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের দেয়া খালাস রায় বহাল রেখেছেন।

৫নং অভিযোগ যথা মিরপুর আলুবদি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের রায়ে আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগ এ রায় বহাল রেখেছেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এ অভিযোগ থেকেও আব্দুল কাদের মোল্লাকে খালাস দিয়ে লিখেছেন আব্দুল কাদের মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং এ গণহত্যায় কোনো সহযোগিতা করেছে এ মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। ট্রাইব্যুনাল ভুল করেছে এ সাজা দিয়ে।

৬নং অভিযোগ মিরপুরে হযরত আলী পরিবারের হত্যাকাণ্ডে ট্রাইব্যুনাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আব্দুল কাদের মোল্লাকে। আপিল বিভাগের রায়ে এ সাজা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা ট্রাইব্যুনালের এ রায় বহাল রাখেন।

রিভিউ আবেদন নিয়ে বাদানুবাদ

সংবিধানের ১০৫ ধারায় বলা হয়েছে 'সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলীর-সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপিল বিভাগের ঘোষিত কোন রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।' কিন্তু রিভিউ আবেদনের বিষয়ে শুনানিতে সরকার পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, ট্রাইব্যুনাল আইনে রিভিউ আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি বিশেষ আইন এবং বিশেষ আদালত।

অপর দিকে আব্দুল কাদের মোল্লার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সংবিধানের ১০৫ ধারা অনুযায়ী রিভিউ আবেদন করা যাবে। তিনি বলেন, কাদের মোল্লাকে জেলকোডের বিধান মেনেই এতোদিন জেলে রাখা হয়েছে। দণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে জেলকোড কেন প্রয়োগ করা হবে না?

১১ ডিসেম্বর সকালে প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চে শুরু হয় রিভিউ আবেদনের শুনানি। এ ছাড়া আসামিপক্ষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোরও আবেদন করে। রিভিউ আবেদন চলবে কি চলবে না, এ বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর শুনানি শেষে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করায় ফাঁসি স্থগিতাদেশও বহাল থাকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১২ ডিসেম্বর সকালে আবার শুরু হয় রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি। শুনানি শেষে ১২টা ৭ মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন আবেদন ডিসমিসড।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার দেশ জাতির উদ্দেশ্যে শেষ বক্তব্য
"শাহাদাতের রক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে"

১২ ডিসেম্বর ২০১৩, সন্ধ্যার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের সদস্যরা আব্দুল কাদের মোল্লার সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বলেন, "আমার শাহাদাতের পর যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে আমার রক্তকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে লাগায়। কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যেন জনশক্তি নিয়োজিত না হয়। যারা আমার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে আমি তাদের শাহাদাত কবুলিয়াতের

www.bjilibrary.com

জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।"

তিনি আরো বলেন, "আমি পূর্বেই বলেছি, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ সরকার আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমি মজলুম। আমার অপরাধ আমি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছি। শুধুমাত্র এ কারণেই এ সরকার আমাকে হত্যা করছে। আমি আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআন ও সুন্নাহ্তে বিশ্বাসী। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ মৃত্যু হবে শহীদি মৃত্যু। আর শহীদের স্থান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিলে এটা হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। এর জন্য আমি গর্বিত।

আমি বিশ্বাস করি, জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আমাকে ১০ তারিখ রাতেই সরকার হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সেদিন আমার মৃত্যু নির্ধারণ করেননি। যেদিন আল্লাহর ফায়সালা হবে সেদিনই আমার মৃত্যু হবে। প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু আছে। আমাকেও মরতে হবে। শহীদি মৃত্যুর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কিছু নয়। আজীবন আমি সে মৃত্যু কামনা করেছি, আজও করছি।

আমার অনুরোধ, আমার শাহাদাতের পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক বা প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এটাই আমার আহ্বান। আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি, শাহাদাতের রক্তপিচ্ছিল পথ ধরে অবশ্যই ইসলামের বিজয় আসবে। আল্লাহ যাদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। ওরা আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রতিফোঁটা রক্ত ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করবে এবং জালিম সরকারের পতন ডেকে আনবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আমার রক্তের বদলা নেয়।"

তিনি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি পরিবারের অভিভাবক ছিলাম। আমার পরে আল্লাহ্ আমার পরিবারের অভিভাবক হবেন। তুমি পরিবারকে দেখাশোনা করবে মাত্র। আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি, তোমার এই দায়িত্ব পালন শেষ হওয়ার পরই যেন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।"

আব্দুল কাদের মোল্লা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি সালাম জানান। তিনি আরো বলেন, "খবরে দেখেছি ১০ বছরের শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্তে ভাসছে দেশ। এই রক্তের বদলা অবশ্যই আল্লাহ দিবেন। আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি দেশবাসীর দোয়া চাই। আমার জীবনের বিনিময়ে যেন ইসলামী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে আল্লাহ হেফাজত করেন। মহান আল্লাহর কাছে এটাই আমার কামনা।"

নেই উদ্বেগ দুঃখ আর হতাশার ছাপ

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার মেয়ে আমাতুল্লাহ পারভীন ও আমাতুল্লাহ শারমিন কারাগারে শেষ সাক্ষাত নিয়ে স্মৃতিচারণ করে এক লেখায় বলেন, কনডেম সেলে কোন উদ্বেগ নেই, নেই প্রাণনাশের চিন্তা, চোখে মুখে নেই কোনো দুঃখ হতাশার ছাপ। কি প্রশান্তি মহান রবের সান্নিধ্যের প্রত্যাশায়! তার পরিবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন ফাঁসির আদেশে অস্থির হয়ে পড়লো, তখন তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়।" কি দৃঢ় প্রত্যয়, কি অটুট মনোবল।

www.bjilibrary.com

মহান রবের উদ্দেশ্যে যাত্রা

১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টা ১ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির নামে হত্যা করা হয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে। জাতিসঙ্ঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সব অনুরোধ এবং আপত্তি উপেক্ষা করে সরকার আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর দ্বীনের মর্দে মুজাহিদ পাড়ি জমান তার প্রিয় মাবুদের দরবারে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। রাতেই তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায়। রাত তিনটায় আমিরাবাদ গ্রামে লাশ পৌঁছার পর গভীর রাতেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় নামাজে জানাযা। রাত ৩টা ৫৭ মিনিটে লাশ দাফন করা হয়। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার লাশ আসার খবর পেয়েই রাতের তীব্র শীত উপেক্ষা করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন ছুটতে থাকে তার গ্রামের দিকে। কিন্তু পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করে তৌহিদী জনতাকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়।

পরিবারের সদস্যরা যখন গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের গুণ্ডাবাহিনী অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে তাদের উপর হামলা চালায়, পুলিশ প্রশাসন পরিবারকে সহযোগিতার পরিবর্তে আটক করে, ১৬ জন সদস্যকে থানায় নিয়ে যায়। গভীর রাতে তাদেরকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তাদের আর ফরিদপুর যাওয়ার সময় ছিল না। তারা অংশ নিতে পারেনি জানাযা এবং দাফনের কাজে। ছেলে মেয়েরা শেষ বারের মতো দেখতে পারেনি তাদের পিতার মুখখানি। এমনই নিষ্ঠুর আওয়ামী সরকার!

বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ নিন্দা আর প্রতিবাদের ঝড়

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে দেয়া বিবৃতিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাসচিব অফিসের মুখপাত্র মার্টিন নেসিরকি তার সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ জানান, মহাসচিব এই রায় কার্যকরের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি এই জন্য দুঃখিত। এই ধরনের ফাঁসি কার্যকরকে নিরুৎসাহিত করে জাতিসংঘ মহাসচিব সকল পক্ষকে ধৈর্য ও সংযম দেখানোর আহবান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরোধী উল্লেখ করে বান কি মুন সহিংসতা পরিহার করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

www.bjilibrary.com

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত ডেইলী স্টারের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সময় জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর নিয়ে আলোচনা করেন। এই রায় বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে সহিংসতা বাড়তে পারে এমন আশংকার কথাও জানান মার্কিন মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বিচার করা সম্ভব না হলে এই ধরনের কার্যক্রম এড়ানোরও পরামর্শ দেন জন কেরি।

স্টিফেন জে র‍্যাপ

আপিল বিভাগের রায়ের পর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যুদ্ধাপরাধ ও বৈশ্বিক অপরাধের বিচারবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ বলেন, শুরু থেকেই আমি ন্যায়বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। বিবাদীর অধিকার সুনিশ্চিত না হলে এবং এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আন্তর্জাতিক মানের বাইরে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে বাংলাদেশের বন্ধুরা হতাশ হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা না হলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটেন। ঢাকার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বৃটিশ হাইকমিশন থকে এ বিবৃতি ইস্যু করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়, ইইউ সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বিচারের শুরু থেকেই বার বার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন

আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনার নাভি পিল্লাই। কাদের মোল্লার জন্য শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠানোর তথ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। নাভি পিল্লাই জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে একজন রাজনীতিক হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে এখনি ফাঁসিতে না ঝোলানোর অনুরোধ করেন।

বৃটেনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী

আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকারিতা স্থগিতের আহ্বান জানিয়ে বৃটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সিনিয়র প্রতিমন্ত্রী ব্যারোনেস সাঈদা ওয়ার্সি এক বিবৃতিতে বলেন, কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডে আমি উদ্বিগ্ন। বৃটেন সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড বিরোধী। এটা মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ওয়ার্সি বলেন, কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায় রিভিউ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি বলে আমরা জেনেছি।

রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের বিবৃতি

তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানও এক প্রতিক্রিয়ায় এই বিচারিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি তার বিবৃতিতে বলেন, আব্দুল

www.bjilibrary.com

কাদের মোল্লার ফাঁসি ইতিহাসের এক ন্যক্কারজনক ঘটনা যার কারণে ইতিহাস আজকের ক্ষমতাসীনদেরকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। এরদোগান এই রায় কার্যকর করার কয়েক ঘন্টা আগে টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসি স্থগিত রাখার আহবান জানান।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি রহিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ফাঁসি পরবর্তী এক বিবৃতিতে আংকারা জানায়, এটা আমাদের জন্য গভীর দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় যে, আন্তর্জাতিক সব মহলের অনুরোধকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সরকার এই অন্যায় ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করলো। আমরা শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বিদেহী আত্মার জন্য দোয়া করি। বিবৃতি থেকে আরও জানা যায়, এই ফাঁসির রায় রহিত করার জন্য তুরস্কের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আহমদ দাভোতাগলু ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এবং তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগের সাথে ফোনে কথা বলেন এবং এই রায় কার্যকর না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান।

কাতার

রায় বাস্তবায়নের পরপরই কাতার সরকার একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। কাতার নিউজ এজেন্সি কিউএনএ পরিবেশিত খবরে বলা হয়, এ দণ্ড কার্যকরের সময় যে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, কাতার এর জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বৃটিশ রাজনীতিবিদ ও আইন বিশেষজ্ঞদের প্রতিবাদ

বৃটেনের অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড কার্লাইল, গ্লোবদন মিলাসোভিচের আইনজীবী স্যার জিওফ্রি নাইস কিউসি এবং বার হিউম্যান রাইটস কমিটির সভাপতি ক্রিস্টি ব্রাইমলো এক যৌথ বিবৃতিতে অবিলম্বে আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্থগিত করার আহবান জানান। সরকার গোপনে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করতে পারে এমন তথ্য থাকায় তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের বৃটেন ভিসা না দেয়ার আহবান জানান। তারা আপিল ও জেল কোডের সব বিধান প্রয়োগ করার জন্য বাংলাদেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা মনে করেন, মূলত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং নির্বাচনের পূর্বে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার অভিপ্রায়ে সরকার এই দণ্ড কার্যকর করতে চায়। বৃটেন সব ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী উল্লেখ করে তারা বলেন, এই ট্রাইবুনালে মোটেও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা হয়নি। কোর্ট চত্বর থেকে সাক্ষী অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। সাক্ষীদের জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। আর সর্বোপরি বিচারকদের সাথে প্রসিকিউটরদের যোগাযোগ এবং সরকারের ইংগিতে বিচার পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

আব্দুল কাদের মোল্লার শাহাদাতকে একটি দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই রায় কার্যকর করা কোনোভাবেই ঠিক হয়নি বলেও জানায় তারা। মৃত্যুদণ্ড একটি মানবাধিকার হরণকারী শাস্তি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষক আব্বাস ফায়েজ এসব কথা জানান।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় স্থগিত রাখা উচিত বলে জানায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনে এ আহ্বান

www.bjilibrary.com

জানানো হয়। প্রতিবেদনে স্বচ্ছ বিচারের জন্য কাদের মোল্লাকে আপিলের সুযোগ দেয়া উচিত বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সংস্থাটির এশিয়া অঞ্চলের প্রধান ব্র্যাড অ্যাডামসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'যে কোনো অবস্থায়ই মৃত্যুদণ্ডকে নিষ্ঠুর শাস্তি হিসেবে গণ্য করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।' আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেয়া এই রায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মানা হয়নি বলে অভিযোগ করে ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'আইনের অপব্যবহার ঘটিয়ে দেওয়া এই মৃত্যুদণ্ডের রায়টি তিরস্কারযোগ্য।

ইউসুফ আল কারজাভী

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারজাভি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের টার্গেট করা বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডাদেশকে 'বিচারের নামে খুন' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স (আইইউএমএস) প্রধান ইউসুফ আল কারজাভি বিতর্কিত অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলন করার কারণে বাংলাদেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দের ওপর জুলুম চালানো হচ্ছে। তবে আল্লাহ এই জুলুমের বদলা একদিন নিশ্চিত করবেন ইনশাআল্লাহ।

রাশীদ ঘানুচির শোক

তিউনিশিয়ার আন্নাহদা পার্টির প্রধান রাশীদ ঘানুচি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার নির্মম হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আব্দুল কাদের মোল্লার বিচার ও হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করেন প্রবীণ এই নেতা। তিনি জামায়াতকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানান। একই সংগে আন্নাহদা পার্টি বাংলাদেশের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার এবং ইসলামী নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান।

সিটিজেন ইন্টারন্যাশনাল মালয়েশিয়া

সিটিজেন ইন্টারন্যাশনাল মালয়েশিয়া ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংগঠনের আবেদনকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ সরকার এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া (আবিম)

মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট অব মালয়েশিয়া (আবিম) ট্রাইবুনাল ও বাংলাদেশে চলমান মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের দাবি ও সুপারিশ উপেক্ষা করে বাংলাদেশ সরকার এই দণ্ড কার্যকর করায় আবিম দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ডিফেন্স টিমের যৌথ বিবৃতি

এক বিবৃতিতে বৃটিশ আইনজীবী ও শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার আইনজীবী স্টিভেন কে কিউসি, জন ক্যামেগ এবং টবি ক্যাডম্যান বলেন, সারাবিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই দণ্ড কার্যকর না করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। তারা বলেন, এই অন্যায় রায় কার্যকর

www.bjilibrary.com

করলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে। বিশ্বের চোখে শেখ হাসিনা এবং তার সরকার খুনি হিসেবে চিহ্নিত হবে। বিরোধী কোন নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা রাজনৈতিক নিপীড়নের নগ্ন উদাহরণ। কোনো ধরনের তত্ত্বাবধান বা বিদেশী মনিটরিং এই বিচারে ছিল না। ত্রুটিপূর্ণ এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি সরকারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার একটি কৌশল। এই অন্যায় বিচার দেশে সহিংসতা ও বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করবে। যদিও ১৯৭১ এর ক্ষত সারানোর জন্য এই বিচার শুরু হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করছে কিন্তু আসলে এর মাধ্যমে সরকার বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতে চায়। এই বিচারে আসামী পক্ষকে নানা সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দ্য ইকোনোমিস্ট

বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকা 'দ্য ইকোনোমিস্ট' এক রিপোর্টে বলে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বর্তমান সরকারের শাসনামলে নির্বাহী বিভাগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। পত্রিকাটি আরও বলে, একই পরিবারের ৬ জন সদস্য হত্যার দায়ে মোল্লাকে ফাঁসি দেয়া হলেও প্রসিকিউশন এই অভিযোগের স্বপক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী এনেছিল যার বয়স ঐ ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পরিবারের ৯ প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার আপিলের রায়ের পর পরিবারের পক্ষ থেকে জাতির সামনে ৯টি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

এক. চলতি বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইব্যুনালের দেয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সাজার পরে তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চের চাপের মুখে ১৮ ফেব্রুয়ারী আইন সংশোধন করে সংশোধিত আইনে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের যে রায় প্রদান করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দুই. ৬নং অভিযোগে হযরত আলী লস্কর পরিবার হত্যাকাণ্ডে মাত্র একজন সাক্ষী মোমেনা বেগমের স্বাক্ষ্যর ভিত্তিতে ফাঁসির রায় দেয়া হল, যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অবাক করা ব্যাপার হলো, সাক্ষীর বয়স ঘটনার সময় ছিল মাত্র ১৩ বছর। এমন রায় কি আদৌ গ্রহণযোগ্য?

তিন. হযরত আলী লস্করের মেয়ে সরকারের সাক্ষী মোমেনা বেগম ২৮.০৯.২০০৭ তারিখে মিরপুরের জল্লাদখানায় মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের জাহেদা খাতুন তামান্নার কাছে দেয়া সাক্ষাতকারের কোথাও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। সাক্ষাতকার থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি ঘটনার সময় তার কেরানীগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন এবং ঘটনার পরে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। জল্লাদখানার কাগজপত্র আপিল বিভাগে উপস্থাপন করার পরেও এমন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনায় এনে কিভাবে এই ফাঁসির রায় দেয়া হলো?

চার. আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এই মোমেনা বেগম মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ১৩.০৮.২০১১ তারিখে দেয়া জবানবন্দিতে কোথাও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী হিসেবে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বলেননি। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরে দ্বিতীয়বারের মতো নিজ পরিবারের হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে এসে মোমেনা বেগম কেন

www.bjilibrary.com

একটিবারের জন্য আব্দুল কাদের মোল্লার নাম বললেন না, এটা চরম অবাক করার ব্যাপার। আরো হতবাক করা ব্যাপার এই যে, এই সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে কিভাবে আপিল বিভাগ ফাঁসির সাজা দিলেন?

পাঁচ. অথচ ১৭.০৭.২০১২ তারিখে মোমেনা বেগম ট্রাইবুনাল-২ এ এসে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সাক্ষ্য দেওয়ার পর মোমেনা বেগমকে ডিফেন্স পক্ষের জেরায় আব্দুল কাদের মোল্লাকে তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে স্বচক্ষে দেখেছেন- এই কথা অস্বীকার করেছেন ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। এই সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বিচারকরা কিভাবে ফাঁসির আদেশ দিলেন?

ছয়. আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মনোয়ারা বেগমের জবানবন্দি ও জেরা থেকে জানা যায় মোমেনা বেগমকে ৩নং অভিযোগ সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেব হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। অথচ মোমেনা বেগম এসে সাক্ষী দিলেন ৬নং অভিযোগে। এ অদ্ভুত ব্যাপারগুলো আমলে না নিয়ে এই অভিযোগ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে কিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল?

সাত. কেন এমন একজন অপরাধীর (?) বিরুদ্ধে একজন চাক্ষুষ সাক্ষীও পাওয়া গেল না? বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উল্লেখিত সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, বিচারকের জমি দখলকারী, চাঁদাবাজ লোকদেরকে সরকারের সাক্ষী বানানো হলো কেন?

আট. অপর দিকে আব্দুল কাদের মোল্লার পক্ষে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, চল্লিশ বছর ধরে চাকরি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমাম, হিন্দু ধর্মালম্বী প্রমুখ ব্যক্তিগণের দেয়া সাক্ষ্য বিবেচনায় নেয়া হলো না কেন?

নয়. আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কলেজের সিনিয়র শিক্ষক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও পরপর দুইবার ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, স্বৈরাচার বিরোধী ও কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের সাথে লিয়াজোঁ কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলো কোনো কিছু বিবেচনায় না এনে শুধু রাজনৈতিক কারণে যে ফাঁসির রায় দেয়া হল তা কি মেনে নেয়া যায়?

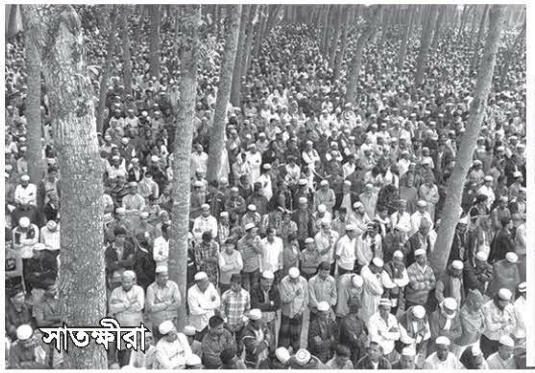

গায়েবানা জানাযার খণ্ডচিত্র

www.bjilibrary.com

দেশে বিদেশে গায়েবানা জানাযা

রাজধানীসহ দেশের আনাচে-কানাচে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিশ্বের ৮৩টি দেশে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র তুরস্কেই ৮০টিরও বেশি জায়গায় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

রিভিউর সুযোগ থেকেও বঞ্চিত শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ন্যায় বিচার নিয়ে প্রশ্ন

আব্দুল কাদের মোল্লা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউর) সুযোগ পাননি। রিভিউর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কর্মময় জীবনে মেধার স্বাক্ষর রাখা এই রাজনীতিবিদ। সংক্ষিপ্ত আদেশে তাঁর করা রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য (মেইনটেনেবল) নয় বলা হলেও পূর্ণাঙ্গ রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) ১৯৭৩ সালের আইনের মামলায় দণ্ডিতদের এই সুযোগ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। প্রায় এক বছর পর ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত তাঁর আপিলের পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রেক্ষিতে তিনি আরো ১৫ দিন পর রিভিউ দাখিলের সুযোগ পেতেন। কিন্তু তার আগেই ১২ ডিসেম্বর তড়িঘড়ি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর আব্দুল কাদের মোল্লার করা রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার ৩৪৮ দিন পর রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১৫ দিন সময় না দিয়ে কেন তড়িঘড়ি করে ফাঁসি কার্যকর করা হলো? বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর নিকট এ এক বিশাল প্রশ্ন। আব্দুল কাদের মোল্লার মামলায় আপিল বিভাগের রায়ের পর থেকেই রিভিউ করা যাবে না বা সুযোগ নেই বলে সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মত দিয়েছিলেন। ডিফেন্স পক্ষ রিভিউকে সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আসছিল। ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত রিভিউর পূর্ণাঙ্গ রায়টি লিখেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন ও বেঞ্চের অপর তিন বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিয়া, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী।

'আমার পিতাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয়েছে'

১১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার বড় ছেলে হাসান জামিল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমার পিতাকে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আমার বাবাকেই শুধু হারাইনি, আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাকে, একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক সর্বোপরি একজন সাংবাদিক নেতাকে। আমার পিতাকে হত্যার ৩৪৮ দিন পর আপিল বিভাগ থেকে আমার বাবার দায়ের করা রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এই রায়ে রিভিউ 'মেইনটেনেবল' বলে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন দায়ের করতে হবে। অথচ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের সাত দিনের মাথায় তার ফাঁসি কার্যকর করা হলো। আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে জানতেই পারলেন না সংবিধান অনুযায়ী তার রিভিউ করার অধিকার আছে কি না। যখন কাউকে আইনের পূর্ণাঙ্গ আশ্রয় নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন সেটা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

www.bjilibrary.com

স্ত্রীকে লেখা
শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার শেষ চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয়তমা জীবনসাথী পেয়ারী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আজ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার পর খুব সম্ভব আগামী রাত বা আগামীকাল জেলগেটে আদেশ পৌঁছানোর পরই ফাঁসির সেলে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। এটাই নিয়ম। সরকারের সম্ভবত শেষ সময়। তাই শেষ সময়ে তারা এই জঘন্য কাজটি দ্রুত করে ফেলার উদ্যোগ নিতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তারা রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করবে না। যদি করেও তাহলে তাদের রায়ের কোনো পরিবর্তন হওয়ার দুনিয়ার দৃষ্টিতে কোনো সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ যদি নিজেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। অথচ আল্লাহর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সব সময় এমনটা করেন না। অনেক নবীকেও তো অন্যায়ভাবে কাফেররা হত্যা করেছে। রাসূলে করীম (সা.) এর সাহাবায়ে কেরাম এমনকি মহিলা সাহাবীকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ অবশ্য ঐ সমস্ত শাহাদাতের বিনিময়ে সত্য বা ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে ব্যবহার করেছেন। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কি করবেন তা তো জানার উপায় নেই।

অনেকেই নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে কথা বলেন, আমাকেসহ জামায়াতের সকলকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে যে কায়দায় জড়ানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের প্রেসের প্রায় সবগুলোই সরকারকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করছে, তাতে সরকারের পক্ষে নীতি নৈতিকতার আর দরকার কি? বিচারকরাই স্বয়ং যেখানে জল্লাদের ভূমিকায় অত্যন্ত আগ্রহ ভরে নিরপরাধ মানুষকে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে, তাতে স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের আশা অন্তত এদের

www.bjilibrary.com

কাছ থেকে করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। তবে একটি আফসোস যে, আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে যে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে, তা জাতির সামনে বলে যেতে পারলাম না। গণমাধ্যম বৈরী থাকায় এটা পুরাপুরি সম্ভবও নয়। তবে জাতি পৃথিবীর ন্যায়পন্থী মানুষ অবশ্যই জানবে এবং আমার মৃত্যু এই জালেম সরকারের পতনের কারণ হয়ে ইসলামী আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কালই সূরা আত-তাওবার ১৭ থেকে ২৪ আয়াত আবার পড়লাম। ১৯নং আয়াতে পবিত্র কাবা ঘরের খেদমত এবং হাজীদের পানি পান করানোর চাইতে মাল ও জান দিয়ে জেহাদকারীদের মর্যাদা অনেক বেশি বলা হয়েছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুর চাইতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর দেয়া ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জেহাদে মৃত্যুবরণকারীদের আল্লাহর কাছে অতি উচ্চ মর্যাদার কথা আল্লাহ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ নিজেই যদি আমাকে জান্নাতের মর্যাদার আসনে বসাতে চান তাহলে আমার এমন মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কারণ জালেমের হাতে অন্যায়ভাবে মৃত্যু জান্নাতের কনফার্ম টিকেট।

সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালে মিসরের জালেম শাসক কর্নেল নাসের সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদাসহ অনেককে ফাঁসি দিয়েছিলো। 'ইসলামী আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষা" নামক বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য শুনেছি। একাধিক বক্তব্যে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বাম হাতটা গলার কাছে নিয়ে প্রায়ই বলতেন, 'ঐ রশি তো এই গলায়ও পড়তে পারে'। আমারও হাত কয়েকবার গলার কাছে গিয়েছে। এবার আল্লাহ যদি তাঁর সিদ্ধান্ত আমার এবং ইসলামের অগ্রগতির সাথে সাথে জালেমের পতনের জন্য কার্যকর করেন, তাহলে ক্ষতি কি? শহীদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রাসূলে করিম (সা.) বার বার জীবিত হয়ে বার বার শহীদ হওয়ার কামনা ব্যক্ত করেছেন। যারা শহীদ হবেন, জান্নাতে গিয়ে তাঁরাও আবার জীবন এবং শাহাদাত কামনা করবেন। আল্লাহর কথা সত্য, মুহাম্মদ (সা.) এর কথা সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহ করলে ঈমান থাকে না।

এরা যদি সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেলে তাহলে ঢাকায় আমার জানাজার কোনো সুযোগ নাও দিতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে মহল্লার মসজিদে এবং বাড়িতে জানাজার ব্যবস্থা করবে। পদ্মার ওপারের জেলাগুলোর লোকেরা যদি জানাজায় শরীক হতে চায়, তাহলে আমাদের বাড়ির এলাকায়ই যেন আসে। তাদেরকে অবশ্যই খবর দেয়া দরকার।

কবরের ব্যাপারে তো আগেই বলেছি আমার মায়ের পায়ের কাছে। কোন জৌলুষপূর্ণ অনুষ্ঠান বা কবরের বাঁধানোর মতো বেদআত যেন না করা হয়। সাধ্যানুযায়ী ইয়াতিম খানায় কিছু দান খয়রাত করবে। ইসলামী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে আমার গ্রেফতার এবং রায়ের কারণে যারা শহীদ হয়েছে, অভাবগ্রস্ত হলে ঐসব পরিবারকে সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

হাসান মওদূদের পড়াশুনা এবং তা শেষ হলে অতি দ্রুত বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা করবে। নাজনীনের ব্যাপারেও একই কথা।

পেয়ারী, হে পেয়ারী,

তোমাদের এবং ছেলেমেয়ের অনেক হকই আদায় করতে পারিনি। আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় আমাকে মাফ করে দিও। তোমার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছি যদি সন্তান-সন্ততি এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আল্লাহ যেন আমার সাথে তোমার মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখন তুমি দোয়া করো, যাতে আমাকে দুনিয়ার সমস্ত মায়া-মহব্বত আল্লাহ আমার মন থেকে নিয়ে শুধু আল্লাহ এবং রাসূলে করীম (সা.) এর মহব্বত দিয়ে আমার সমস্ত বুকটা যেন ভরে দেন।

ইনশাআল্লাহ, জান্নাতের সিঁড়িতে দেখা হবে।

সন্তানদেরকে সবসময় হালাল খাওয়ার পরামর্শ দিবে। ফরজ, ওয়াজিব, বিশেষ করে নামাজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সকলেই যত্নবান হবে। আত্মীয়-স্বজনদেরকেও অনুরূপ পরামর্শ দিবে। আব্বা যদি ততদিন জীবিত থাকেন তাকে সান্ত্বনা দিবে।

তোমাদেরই প্রিয়
আব্দুল কাদের মোল্লা

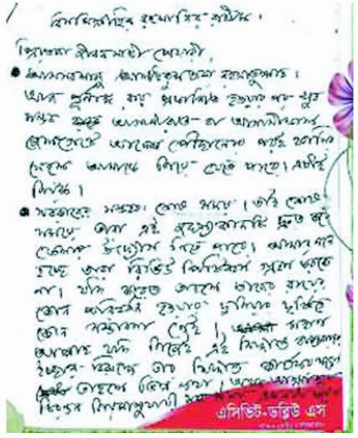

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে এ জগতে আমরা আর কোনোদিন দেখতে পাবো না। কিন্তু শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার সংগ্রামী জীবন ও নেক আমল আমাদেরকে অব্যাহতভাবে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর প্রতি ফোঁটা রক্ত ইসলামী আন্দোলনকে আরো বেগবান করবে। জনগণের সমর্থনে এ দেশে যেদিন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাসহ অগণিত শহীদদের আত্মা প্রশান্তি পাবে।

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা মহান আল্লাহ্ তায়ালার শাহী দরবারে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের ভার দিয়ে রাখলাম।

#

www.bjilibrary.com

১৭ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বাইতুল মোকাররামের উত্তর গেটে আলজেরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের রায় বাতিলের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

১ ডিসেম্বর ২০০০ সালে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক মুসলিম দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালে বাদ জুমা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শহীদদের স্মরণে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আয়োজিত শোক মিছিলে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

১১ জুলাই ২০১০ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতের আমীর, সেক্রেটারি জেনারেলকে ও মাওলানা সাঈদীকে রিমান্ডের নামে নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা। উল্লেখ্য গ্রেফতার হওয়ার আগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার এটাই শেষ সাংবাদিক সম্মেলন